০২-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা হলেন বিন্দু স্বরূপ, তাঁকে যথার্থ ভাবে চিনে স্মরণ করো, এটাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ"

প্রশ্ন : - বেহদের দৃষ্টিতে স্বপ্নের অর্থ কি ? এই সংসারকে কেন "স্বপ্নবৎ সংসার" বলা হয়েছে ?

উত্তর : - স্বপ্ন অর্থাৎ যা অতীত হয়ে গেছে । তোমরা এখন জানো যে, এই সম্পূর্ণ সংসার এখন হলো স্বপ্নবৎ, অর্থাৎ সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত সবকিছুই এখন অতীত হয়ে গেছে, তোমাদের এখন এক সেকেন্ডেই এই স্বপ্নবৎ সংসারের স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে । তোমরা এই সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্ত, মূল বতন, সূক্ষ্মবতন কে জেনে মাস্টার ভগবান হয়ে গেছো ।

গীত : - কে এলো আমার মনের দ্বারে...

ওম্ শান্তি । শিববাবা নিজের মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের, হারানিধি (সিকিলধে) শালগ্রামদের বসে বোঝাচ্ছেন । শালগ্রামরাই তো শিববাবার বাচ্চা মনে করা হয়, তাই না । বাচ্চারা জানে যে, আমাদের তিনিই পড়ান, যাঁকে সমান্য কেউই জানতে পারে না । শিবের মন্দিরে মানুষ যায় কিন্তু সেখানে তো অনেক বড় শিবলিঙ্গ দেখতে পায় । এ কথা থোড়াই তারা মনে করে যে, আমাদের বাবা হলেন বিন্দু । যে বাচ্চারা শিববাবাকে এত বড় মনে করে স্মরণ করে বা করতে থাকবে -- তারাও ভোলা কারণ এও ভুল । বাবা বোঝান যে, আমি হলাম বিন্দু, কিন্তু বিন্দুকে কে কিভাবে বুঝবে ? কেউ বলে অখণ্ড জ্যোতি স্বরূপ, বা অমুক, কিন্তু তা নয়, তিনি হলেন বিন্দু । তাঁকে স্মরণ করা খুবই মুশকিল । মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে ভুলে যায় । ভক্তিমার্গে শিবলিঙ্গে ফুল দেওয়ার বা পূজা করার অভ্যাস থাকে, তাই স্মরণে থাকে কিন্তু এখানে মানুষ প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায় যে আমাদের বাবা হলো বিন্দু রূপ । সম্পূর্ণ ড্রামাতে তাঁর যা পার্ট তাই তিনি করেন । তারা কি বসে বিন্দুর মহিমা করবে যে, তুমিই সুখের সাগর, শান্তির সাগর -- । বিন্দু কতো ছোটো রূপ ।

বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে কার ধ্যান করবো ? এই কথা তো বুদ্ধিমানরাই বুঝতে পারবে । না হলে সেই শিবলিঙ্গই স্মরণে এসে যায় । কৃষ্ণ তো খুব ভালোভাবে বুদ্ধিতে বসতে পারে । এ তো হলো বিন্দু । গানেও বলা হয় যে ----স্মরণ করলেও স্মরণে আসে না, সেই মুখ কেমন ? এও আশ্চর্যের, এত ছোটো বিন্দু । জ্ঞাননৃত্য করে । বলা হয়, এ হলো স্বপ্ন । কি সংসারের নিয়ম । অতীতের কথাকে স্বপ্ন বলা হয় । স্বপ্নবৎ সংসার, যা অতীত হয়ে গেছে, তাই তোমাদের বুদ্ধিতে আসে । সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড , মূল বতন, সুক্ষ্ম বতন, সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর -- সব স্বপ্ন হয়ে গেছে । যা অতীত হয়ে গেছে তা স্বপ্ন হয়ে গেছে । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় । এই সংসার তো স্বপ্নবৎ হলো, তাই না । ওরা হদের স্বপ্ন দেখে । তোমাদের বেহদের স্বপ্ন বুদ্ধিতে আসে । সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশীও সব স্বপ্ন হয়ে গেছে । একে বলা হয় স্বপ্নের সংসার । তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এই রহস্যের কথা কেউই জানে না । সত্যযুগে কতো অথৈ সুখ ছিলো, সেইসবই অতীত হয়ে গেছে । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই আদি - মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এক বাবার স্মরণই তোমাদের থাকা উচিত । বাবা যেভাবে বোঝান আর কেউই সেভাবে বোঝাতে পারেন না । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এ হলো স্বপ্নের সংসার । এই - এই ঘটনা অতীত হয়ে গেছে, এ তোমাদের বুদ্ধি জানে । তোমাদের বুদ্ধিতে ওপর থেকে শুরু করে অর্থাৎ

আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত জ্ঞান আছে । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকিনাথ হয়ে গেছো । ত্রিলোকিনাথ হলে তোমরা ভগবানের মতো হয়ে যাও । ভগবান বসে তোমাদের এই শিক্ষা দেন । সেকেন্ডেই তো স্বপ্ন আসে, তাই না । তাই সেকেন্ডেই তোমাদের বীজ থেকে ঝাড় সবকিছু স্মরণে আসা উচিত । বাবাও বলেন – আমার কাছে আদি, মধ্য এবং অন্তের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তাই আমাকে জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানী জানি – জানানহার বলা হয় । আমি জানি যে প্রত্যেকের অবস্থা এমনই থাকবে । এক একজনের অবস্থা আমি কিভাবে বসে জানবো । যে অবস্থা আগের কল্পে ছিলো, এখনো তেমন অবস্থাই থাকবে । এ তো তোমরাও জানো । পুরুষার্থ করানোর জন্য বলা হয় – খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো ।

এখন তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে । তোমরা জানো যে এই – এই ঘটনা অতীত হয়ে গেছে – এমনভাবে দেবতারা রাজ্য করতো, আবার তারা এসে রাজ্য করবে । অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তোমরা স্মরণ করতে থাকবে । একেই স্বদর্শন চক্র বলা হয় । মানুষ তো শিবলিঙ্গকে স্মরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে । তাই মনে করে বাবা হলো জ্যোতির্লিঙ্গম । বিন্দু বললে তারা দ্বিধায় পড়ে যায় । তারা মনে করে আত্মা হলো ছোটো আর পরমাত্মা বড় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে – এই কলিযুগী দুনিয়ায় এই সময় দেখো কতো আড়ম্বর । একে মায়ার আড়ম্বর বলা হয় । এ হলো মায়ার আড়ম্বর । মানুষ তো বলে – এখন দুনিয়া কতো সুন্দর হয়ে গেছে । বড় বড় মহল তৈরী হয়ে গেছে । আমেরিকার কত আড়ম্বর । সেখানকার জিনিসপত্র কতো সুন্দর । আমরা বুঝতে পারি এ সবই নকল জিনিস যা এখন শেষ হয়ে যাবে । দিনে দিনে বড় বড় ইমারত, ড্যাম ইত্যাদি বানানো হবে, যেন একদম নতুন দুনিয়া । এ তো মায়াবী পুরুষ, তাই না । আসুরী সম্প্রদায়ের আড়ম্বর । এ সবই হলো জাদু, এখনই গেলো বলে । বড় বড় সাইন্সের অহংকারী যারা আছে, তাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । একজন আর একজনকে বলে দেয় যে, তোমরা নাক গলিও না, না হলে সব শেষ হয়ে যাবে । আমেরিকা নিজেদের বলবান মনে করে তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় নম্বরে কেউ থাকবে যারা তাদের সাথে মোকাবিলা করবে । গায়ন আছে যে দুই বিড়াল লড়াই করে । যাদবরা নিজের কুলের বিনাশ করেছিলো, তাহলে এ তো দুই বিড়ালই হলো । সেই এখন প্রত্যক্ষ ভাবে হচ্ছে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে – পূর্বেও তোমরা এই সময় এইভাবে জ্ঞান নিয়েছিলে । এখনো তা নিচ্ছো । বাবা এসে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝিয়ে বলেন । বাবার যেমন বুদ্ধিতে আছে, তেমনি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে । বিন্দুকেই শিব বলা হয় । আত্মার মধ্যেই সমস্ত পার্ট আছে । তোমাদের হলো অলরাউন্ড পার্ট, সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত । সত্যযুগ – ত্রেতায় তোমরা যখন সুখ ভোগ করো, তখন সেই সময় বাবার কোনো পার্ট থাকে না । বাবা বলেন যে, আমার থেকেও তোমাদের অনেক বেশী অভিনয় । তোমরা যখন সুখের দুনিয়ায় থাকো, আমি তখন নির্বাণধামে থাকি । তখন আমার কোনো পার্টই থাকে না । তোমারই অলরাউন্ড অভিনয় করো তাই পরিশ্রান্তও তোমরাই হও, তাই লেখা আছে যে – পা টেপা হয়েছিলো । বাবা বলেন যে – বাচ্চারা, তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছো । তোমরা অর্ধেক কল্প ভক্তি করেছো, দোরে দোরে ধাক্কা খেয়েছো । ভক্তিমার্গে বিভ্রান্ত হয়ে তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে যাও, তখন বাবা এসে তোমাদের ভক্তির ফল দেন, তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানিয়ে দেন । তোমরা জানো যে, আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার পূজারী হয়েছি । এমন নয় যে পরমাত্মা নিজেই পূজ্য, আবার নিজেই পূজারী । তা নয়, আমরাই তাই হই ।

ভারতই অবিনাশী খণ্ড ছিলো এমন গায়ন আছে । ভারত হলো শিববাবার জন্মভূমি । জন্মভূমির জন্যই মানুষ নিজেকে বলি দেয় । কংগ্রেসীদেরও দেখো, কতো মাথা ঠুকেছিলো জন্মভূমির জন্য । বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলো । এই জন্মভূমি ছিলো স্বর্গ । এরপর পাঁচ বিকার রূপী মায়া এসে গিলে ফেলেছে । আমরা রাবণকে অনেক বড় শত্রু মনে করি । এ কেউই বুঝতে পারবে না যে, বড়র থেকেও বড় শত্রু হলো মায়া রাবণ, যে আমাদের রাজত্ব হরণ করে নিয়েছে । এ যেন ইঁদুরের মতো গোপনে ফুঁ দিয়ে দংশন করে, যা কেউই জানতে পারে না । কাটতে কাটতে একদম দেউলিয়া করে দিয়েছে । কেউই জানে না যে আমাদের রাজ্য - ভাগ্য কেড়ে নিয়েছে । কেউই জানে না যে, আমাদের শত্রু কে ? আমরা কিভাবে কাঙ্গাল হয়েছি ? মায়া হলো সবথেকে বড় ইঁদুর, অর্ধেক কল্প ধরে দংশন করে ভারতকে কড়ির তুল্য বানিয়ে দিয়েছে । এ বড়ই শক্তিশালী । এখন তোমরা চুপ করে তাকে জয় করছো । তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে গুপ্তভাবে রাজ্যের অধিকার নিই । আমরা যেমন গুপ্ত ভাবে হারিয়ে ফেলেছিলাম ঠিক তেমনি গুপ্ত ভাবে আবার অধিকার নিচ্ছি । কেউই জানে না যে, এখন এর উপর জয়লাভ করতে হবে । এ কতো বড় রহস্য । বাবার সাহায্যে আমরা আবার রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার নিই । আমরা কোনো হাত - পা চালাই না । আমরা গুপ্তভাবে আমাদের বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিই, যা অর্ধেক কল্প ধরে থাকবে । ওই মায়া ইঁদুর আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলে, আর তোমরা এখন একবারই ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার নাও । ৮৪ জন্মের রহস্যও তোমাদের বুঝিয়ে বলা হয়েছে । তোমরা এত - এত জন্ম নিয়েছো । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে আমাদের আয়ু অনেক বেশী ছিলো । আবার যখন আমরা অপবিত্র - ভোগী হয়ে যাই, তখন দ্বাপর থেকে ৬৩ জন্ম ভোগ করি । এই কথা বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । কল্পে - কল্পে মায়া এভাবে রাজ্য কেড়ে নেয়, তারপর আমরা মায়ার থেকে নিয়ে নিই । গান তো গাওয়া হয় -- কোন্ দেশ থেকে এসেছো, কোন্ দেশে যেতে হবে -- ? কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তোমরা তো জানো যে, আত্মা কোন্ দেশ থেকে এসেছে ? কেন এসেছে ? সম্পূর্ণ চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । সম্পূর্ণ ড্রামায় হিরো - হিরোইনের পার্ট হলো শিববাবার । শিববাবার সাথে পার্টধারী কে কে আছে ? প্রথম দিকে জন্ম দেন ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকে তারপর বাচ্চারা তোমাদের । তোমরা হলে বাবার সঙ্গে সাহায্যকারী । বাবা নিজের অভিনয় সম্পূর্ণ করে নিজের ধামে চলে যান আর সাহায্যকারী তোমাদেরও সাথে করে মুক্তিধামে নিয়ে যান । তোমরা মুক্তিধামে গিয়ে আবার জীবনমুক্তিধামে চলে যাবে । এ কথা কতো ভালোভাবে বুদ্ধিতে থাকা উচিত । তাই এই হলো স্বপ্নের সংসার যা অতীত হয়ে গেছে ।

তোমরা জানো যে, সত্যযুগ আর ত্রেতায় দেবী - দেবতারা থাকতো,এখন আর নেই । গানের কতো গভীর রহস্য - কিভাবে স্বপ্নের সংসার বুদ্ধিতে নিয়ে বসে আছে ? সারা চক্র কিভাবে ঘোরে ? যে জ্ঞান বাবার মধ্যে আছে, সেই জ্ঞানই আমাদের মধ্যেও আছে । বেহদের বাবার মধ্যেই এই সম্পূর্ণ বেহদের জ্ঞান আছে । বাচ্চারা জানে যে, এও স্বপ্ন হয়ে যাবে । এ খুবই বোঝার এবং বোঝানোর কথা । সত্যযুগ আর ত্রেতায় এই কথা কারোর বুদ্ধিতে থাকে না । তোমরা গুহ্য পয়েন্টস পেতে থাকো । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র থাকা উচিত । ভক্তিমার্গ কি, কবে থেকে তা শুরু হয়েছে, এতে কোনো লাভই হয় নি । ভক্তি করতে করতে ক্ষতিই হয়ে গেছে । এখন আবার তোমরা কড়ি থেকে হীরেয় পরিণত হচ্ছো । মায়া তোমাদের কড়ির তুল্য বানিয়ে দেয় । বাবা তোমাদের জ্ঞানের নৃত্য শেখান । এরপর ওখানে গিয়ে তোমরা নৃত্য করবে । এই আশ্চর্যের কথা জানার যোগ্য । এখানকার রীতি নিয়ম ওখানে একদমই থাকে না । সে হলো নির্বিকারী দুনিয়া । সেখানে মায়ার চিহ্নমাত্র থাকে না ।

প্রথমে তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, অবিনাশী বর্সা তো নাও, বাকি ওখানকার রীতি - রেওয়াজ যা হবে, তাই চলবে । ওখানকার রীতি - রেওয়াজ সব নতুন হবে । ওখানে এইসব উৎসব আদি হবে না । এখানে মানুষ উদাস থাকে তাই উৎসাহ দেওয়ার জন্য উৎসবের পালন করা হয় । ওখানে তো রোজই আনন্দ । কান্নার কোনো প্রয়োজন হয় না । উৎসব পালন করার কোনো কথাই থাকে না । রোজই আমাদের বড়দিন হবে । ওখানে ধুমধাম করে বিবাহের অনুষ্ঠান হয়, যৌতুকও মেলে, সঙ্গে দাস - দাসীও মেলে । বাকি অন্য উৎসবের আর দরকার হয় না । এ হলো সঙ্গমের উৎসব, যা ভক্তিমার্গে পালন করা হয় । ওখানে তো সর্বদা খুশীই খুশী । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) স্বদর্শন চক্র ঘুরিয়ে মায়ার উপর গুপ্ত রীতিতে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে । বাবার সমান জ্ঞানী হয়ে থাকতে হবে ।

২) বাবা যা বা যেমন, তাঁকে যথার্থ ভাবে জেনে স্মরণ করতে হবে । নিজে বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবার স্মরণে থাকতে হবে । ভোলেভালা হবে না ।

বরদান : - নিজের সর্ব বিশেষত্বকে কাজে লাগিয়ে তার বিস্তার করে সিদ্ধি স্বরূপ হও

যত নিজের বিশেষত্বকে মনের সেবা, বাণী আর কর্মের সেবায় লাগাবে, তখন সেই বিশেষত্বের বিস্তার হতে থাকবে । সেবাতে লাগানোর অর্থ হলো এক বীজ থেকে অনেক ফল প্রকট করা । এই শ্রেষ্ঠ জীবনে জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে যে বিশেষত্বের প্রাপ্তি করেছো, তা কেবল বীজ রূপেই রেখো না, তা সেবার ধরণীতে ঢালো তখন ফল স্বরূপ অর্থাৎ সিদ্ধি স্বরূপের অনুভব করবে ।

স্লোগান : - বিস্তারকে না দেখে সারকে দেখো আর নিজের মধ্যে সমায়িত করো --- এটাই হলো তীব্র পুরুষার্থ ।